গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
আইন শাখা-১
পরিবহন পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা
www.tmed.gov.bd.

নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.০৮৬(অংশ-১).১৭-৩৭৯

তারিখঃ ০৪ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ / ১৯ নভেম্বর, ২০২০

বিষয়টিঃ রিট পিটিশন নং-২৮৩০/২০২০ মামলার ১২/০৩/২০২০ তারিখের আদেশ ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০১৮ এর ১৮.৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ঢাকাস্থ আরমানীটোলায় অবস্থিত মাহমুদা খাতুন মহিলা কামিল মাদ্রাসা'র সাবেক অধ্যক্ষ জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞার (ফেব্রুয়ারী/২০১৬ মাসের আংশিক বকেয়াসহ) ফেব্রুয়ারী/২০১৬ থেকে ফেব্রুয়ারি/২০১৮ মাস পর্যন্ত সময়ের (প্রযোজ্য) বকেয়া বেতন-ভাতাদি (এমপিও) প্রদানের বিষয়ে তথ্যাদি প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্র:
(১) টিএমইডি'র স্মারক নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.০৮৬(অংশ-১).১৭-৬৬৫, তারিখ: ১১/১২/২০১৯ খ্রি.
(২) টিএমইডি'র স্মারক নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.০৮৬(অংশ-১).১৭-৬৬৪, তারিখ: ১১/১২/২০১৯ খ্রি.
(৩) ইআবি'র স্মারক নং- ইআবি/রেজি/প্রশা/১০৩৫৪, তারিখ: ০৬/০১/২০২০ খ্রি.
(৪) ইআবি'র স্মারক নং- ইআবি/রেজি/প্রশা/কা.গ.ব/ঢ-০৭/২০১৫/৫৫৯৬, তারিখ: ২৯/০৫/২০১৮ খ্রি.
(৫) ইআবি'র স্মারক নং- ইআবি/রেজি/প্রশা/কা.গ.ব/ঢ-০৭/২০১৫/৪০৭৫, তারিখ: ০১/১১/২০১৭ খ্রি.
(৬) জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা এর আপত্তি পত্র তারিখ: ২৬/৬/২০১৮ খ্রি.
(৭) জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা এর আবেদন তারিখ: ২০/৯/২০১৯ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকাস্থ আরমানীটোলায় অবস্থিত মাহমুদা খাতুন মহিলা কামিল মাদ্রাসা'র সাবেক অধ্যক্ষ জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের বর্ণনা সংক্ষেপ নিম্নরূপ –

২। (ক) ঢাকা আরমানীটোলার আবুল খায়রাত রোডে অবস্থিত মাহমুদা খাতুন মহিলা কামিল মাদ্রাসা'য় জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা ২৮/১১/১৯৯৪ তারিখে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং ০১/১২/১৯৯৪ খ্রি. তারিখে যোগদান করেন।

(খ) অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বেরত থাকা অবস্থায় জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা অসুস্থতাজনিত কারণে গত ১৭/০২/২০১৬ তারিখে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বরারব আবেদন করে ০১ (এক) মাসের ছুটিতে যান। উক্ত ছুটির বিষয়ে ডাক্তারের পরামর্শ পত্রও রয়েছে।

(গ) উক্ত ০১ (এক) মাসের মেডিকেল ছুটি শেষে ১৬/০৩/২০১৬ তারিখে মাদ্রাসায় গেলে প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডির সভাপতি জনাব আব্দুল হাফিজ কর্তৃক অন্যায়ভাবে কোন কারণ ছাড়া জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা-কে অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালনে বাধা দেন এবং সরকারি বেতন-ভাতাদি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখেন মর্মে আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

(ঘ) আবেদনকারী অধ্যক্ষ পদ থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেননি বরং সভাপতি কর্তৃক জোর করে তাঁর স্বাক্ষর নেয়া হয়েছে মর্মে গত ০৩/০২/২০১৬ তারিখে মিরপুর মডেল থানা, ঢাকায় জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা কর্তৃক একটি সাধারণ ডায়েরী করা হয়েছে মর্মে দেখা যায়। ডায়েরী নম্বর ১৭৩, তারিখ ০৩/১২/২০১৬।

(ঙ) অত:পর জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা তাঁর চাকরির মেয়াদ ফেব্রুয়ারি/২০১৮ পর্যন্ত চাকরিতে বহাল থেকে যাতে দায়িত্ব পালন করতে পারেন সে মর্মে সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরারব ০৮/১২/২০১৬ তারিখে আবেদন করেন। ইতোমধ্যে জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা গত ২৮/০২/২০১৮ তারিখে চাকরি হতে অবসরে যান মর্মে আবেদনে উল্লেখ রয়েছে।

(চ) দাখিলকৃত উক্ত আবদেনের আলোকে প্রতিকার না পাওয়ায় জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-১৬১৮৮/২০১৬ মামলা দায়ের করা হয়।

(ছ) রিট পিটিশন নং-১৬১৮৮/২০১৬ মামলাটি গত ২৭/০২/২০১৬ তারিখে মহামান্য আদালত কর্তৃক নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করা হয়-

"Pending hearing of the Rule, respondent No. 8 is directed to dispose of the application dated 08.12.2016 as evident from Annexure-C within 30 (thirty) days from the date of receipt of a copy this order in accordance with law"

(জ) অত:পর পিটিশনার কর্তৃক রিট পিটিশন নং-১৬১৮৮/২০১৬ মামলায় প্রদত্ত গত ২৭/০২/২০১৬ তারিখের আদেশটি সংশোধনের জন্য আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত রিট মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক গত ০৫/০৭/২০১৭ তারিখে অন্তবর্তীকালীন আদেশটি পরিবর্তন করে নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করা হয়-

"Accordingly, the application is modified in the following terms; Pending hearing of the Rule, the respondent Nos. 4 or 5 instead of respondent no. 8 is directed to dispose of the petitioner's application dated 08.12.2016 as evident from Annexure-C to the writ petition within 90 (ninety) days from the date of receipt of a copy this order"

৩। (ক) উক্ত রায়ের কপিসহ পিটিশনার কর্তৃক ইতিপূর্বে ২০/৯/২০১৯ তারিখে দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে রিট মামলার আদেশের আলোকে ৪ ও ৫ নং রেসপনডেন্ট (চেয়ারম্যান, বাকাশিবো ও ভিসি, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়) এবং ডিজি, ডিএমই কর্তৃক কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে টিএমইডি হতে ১১/১২/১৯ তারিখে সূত্রোক্ত (১) নং স্মারকমূলে চেয়ারম্যান, বামাশিবো এবং রেজিস্ট্রার, ইআবি-কে এবং একই তারিখে সূত্রোক্ত (২) নং স্মারকে ডিজি, ডিএমই-কে পত্র প্রেরণ করা হয়।

(খ) টিএমইডি হতে প্রেরিত পত্রের প্রেক্ষিতে ডিজি, ডিএমই হতে উক্ত পত্রের জবাব আজোবধি পাওয়া যায়নি।

(গ) ইআবি হতে জবাব পাওয়া গেলেও তথ্যের বৈপরীত্য আছে (একই ব্যক্তির বিষয়ে একবার স্বেচ্ছা পদত্যাগ এবং অন্যপত্রে সাময়িক বরখাস্ত মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে) **ফলে স্বেচ্ছা পদত্যাগের বিষয়টি সন্দেহাতীত নয়।**

৪। রেজিস্ট্রার, ইআবি হতে ০৬/১/২০ তারিখে সূত্রোক্ত (৩) নং স্মারকের মাধ্যমে জানানো হয় যে, রিট পিটিশন নং-১৬১৮৮/২০১৬ এর ০৫/০৭/২০১৭ তারিখের আদেশ মোতাবেক জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞার স্বেচ্ছায় পদত্যাগের বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় মাদ্রাসার সভাপতিকে তাঁর (০১/০১/২০১৭ তারিখ থেকে) পদত্যাগের বিষয়টি কার্যকর করার জন্য ২৯/৫/২০১৮ তারিখে সূত্রোক্ত (৪) নং স্মারকমূলে পত্র প্রেরণ করে পিটিশনার এর ০৮/১২/২০১৬ তারিখের আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হয়। অথচ ইআবি'র ০১/১১/২০১৭ তারিখের সূত্রোক্ত (৫) নং পত্রে জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা সাময়িক বরখাস্তকৃত মর্মে তদন্তের কমিটি গঠন করা হয়েছে। ফলে **ইআবি'র পত্র হতেই স্পষ্ট হয় যে, স্বেচ্ছা পদত্যাগের বিষয়টি সন্দেহাতীত নয়।**

৫। **বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা কর্তৃক তাঁর চাকরির মেয়াদ ফেব্রুয়ারি/২০১৮ পর্যন্ত চাকরিতে বহাল থেকে যাতে দায়িত্ব পালন করতে পারেন সে মর্মে সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরারব ০৮/১২/২০১৬ তারিখে আবেদন করা হয়েছিল। অধিকন্তু রিট পিটিশন নং-১৬১৮৮/২০১৬ এর ০৫/০৭/২০১৭ তারিখের আদেশেও (আদেশপ্রাপ্তির) ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে পিটিশনারের ০৮/১২/২০১৬ তারিখের আবেদনটি নিষ্পত্তি করা জন্য রেজিস্ট্রার, ইআবি ও বামাশিবো-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল।**

চলমান পাতা নং-০২

৬। **এখানে আরো উল্লেখ্য যে, পিটিশনারের চাকরির মেয়াদ থাকাকালীন ইআবি কর্তৃক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তার চাকরি ফেব্রুয়ারি/২০১৮ মাসে শেষ হওয়ারও ৯০ (নব্বই) দিন পরে রেজিস্ট্রার, ইআবি কর্তৃক পিটিশনারের আবেদনটি (২৯/৫/২০১৮ তারিখে) নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অর্থাৎ মহামান্য আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদানের প্রায় ২৪০ দিন পরে। পরবর্তীতে বর্ণিত অধ্যক্ষ অবসর যাওয়ায় এবং উল্লিখিত নিষ্পত্তির রিপোর্ট দাখিল করায় মহামান্য আদালত কর্তৃক ০১/০৩/২০১৮ তারিখে রুলটি (রিট নং-১৬১৮৮/১৬) খারিজ আদেশ প্রদান করা হয়।**

৭। ইআবি কর্তৃক আবেদনকারীর বিষয়টি (২৯/৫/২০১৮ তারিখে ৫৫৯৬ নং স্মারকে) যেভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে তা সঠিক হয়নি মর্মে জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা কর্তৃক গত ২৬/৬/২০১৮ তারিখে ডিজি, ডিএমই বরারব সূত্রোক্ত (৬) নং আবেদন দাখিল করা হয়।

৮। অত:পর পিটিশনার জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা কর্তৃক ২০/৯/২০১৯ খ্রি. তারিখে ডিজি, ডিএমই বরারব ফেব্রুয়ারি/২০১৬ হতে ফ্রেব্রুয়ারি/২০১৮ পর্যন্ত বকেয়া বেতন-ভাতাদি (এমপিও) চেয়ে সূত্রোক্ত (৭) নং আবেদন দাখিল করা হয়।

৯। উক্ত আবেদনের আলোকে প্রতিকার না পাওয়ায় (চাহিত বকেয়া এমপিও না পাওয়ায়) জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা কর্তৃক পুনরায় মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-২৮৩০/২০২০ মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত রিট মামলায় মহামান্য আদালত কর্তৃক গত ১২/৩/২০২০ তারিখে নিম্নরূপ রায়/আদেশ প্রদান করা হয়-

"We have heard the learned advocate for the petitioners and perused the application. We are not inclined to issue any Rule in this matter at this stage, rather we direct the respondent No. 5 Director General, Madrasha Shikka Adhidaptar, Red Cresent Borak Tower. Level-03, 37/3/A. Eskaton Garden Road, Ramna, Dhaka to dispose of the petitioner's representation dated 20.09.2019 (Annexure-G to the writ petition affidavit) filed by the petitioner within 1 (one) month on receipt of this order in accordance with law without any fail"

১০। তাছাড়া উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইচ্ছাধীনভাবে ২০১৬ সালে পিটিশনার-কে (হিসাব নং-২১২২৫-তে) ফেব্রুয়ারি/১৬ মাসে অর্ধেক, মার্চ/১৬ মাসে পূর্ণ, এপ্রিল/১৬ মাসে পূর্ণ, মে/১৬ মাসে পূর্বের বকেয়াসহ অর্ধেক, জুন/১৬ মাসে অর্ধেক এবং নভেম্বর/১৬ মাসে পূর্ণ বেতন প্রদান করা হয়েছে মর্মে সংশ্লিষ্ট অগ্রণী ব্যাংক শাখা কর্তৃক প্রদত্ত স্টেটমেন্ট হতে প্রতীয়মান হয়।

১১। রিট পিটিশন নং-১৬১৮৮/১৬ মামলার ০৫/০৭/১৭ তারিখের আদেশে পিটিশনার এর (২০/০৯/২০১৯ তারিখে আবেদন, (Annexure-G) আবেদনটি ৯০ দিনের মধ্যে (পিটিশনারের চাকরির মেয়াদ থাকাকালীন) নিষ্পত্তি করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল কিন্তু পিটিশনারের চাকরির মেয়াদ থাকাকালীন ইআবি কর্তৃক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তার চাকরি ফেব্রুয়ারি/২০১৮ মাসে শেষ হওয়ারও ৯০ (নব্বই) দিন পরে পিটিশনারের বিষয়ে মতবিরোধ পূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করে আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হয়েছে যা আদেশ প্রাপ্তির প্রায় ২৪০ দিন পরে। যা ন্যায় বিচারের পরিপন্থী মর্মে প্রতীয়মান।

১৩। অপরদিকে পিটিশনার অধ্যক্ষ জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা জানান যে, তিনি গত ১৭/০২/২০১৬ তারিখে অসুস্থ্যতার কারণে আবেদন করে ০১ মাসের মেডিকেল ছুটিতে যান। মেডিকেল ছুটি শেষে ১৬/০৩/২০১৬ তারিখে মাদ্রাসায় গেলে প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডির সভাপতি কর্তৃক অন্যায়ভাবে কোন কারণ ছাড়া তাকে অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালনে বাধা দেন এবং সরকারি বেতন-ভাতাদি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখেন। পিটিশনার কর্তৃক আবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে সভাপতি জোর করে জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা এর নিকট থেকে স্বাক্ষর নেন যা পরবর্তীতে **স্বেচ্ছায় পদত্যাগ পত্র বানানো হয়েছে**। এ বিষয়ে আইনী পদক্ষেপ হিসেবে পিটিশনার কর্তৃক সাধারণ ডায়েরীও করা হয়েছে।

১৪। আবেদনকারী ন্যায় বিচার না পাওয়ায় পুনরায় দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-২৮৩০/২০২০ মামলার ১২/৩/২০২০ তারিখের রায়/আদেশ অনুযায়ী ৫ নং রেসপনডেন্ট (ডিজি, ডিএমই) কর্তৃক কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সেটাসহ টিএমইডি'র ১১/১২/১৯ তারিখের সূত্রোক্ত (২) নং পত্রের উপর ডিজি, ডিএমই কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থার তথ্য জানা প্রয়োজন।

১৫। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক-

(ক) রিট পিটিশন নং-২৮৩০/২০২০ মামলার গত ১২/৩/২০২০ তারিখের রায়/আদেশ অনুযায়ী (Annexure-G মূলে) পিটিশনার কর্তৃক ২০/০৯/২০১৯ তারিখে দাখিলকৃত আবেদনটি নিষ্পত্তির বিষয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে? **ডিজি, ডিএমই কর্তৃক** তা প্রমাণকসহ তথ্যাদি প্রেরণ করা;

(খ) টিএমইডি'র ১১/১২/১৯ তারিখের ৬৬৪ সংখ্যক পত্রের উপর গৃহীত ব্যবস্থার তথ্যাদি (প্রমাণকসহ) **ডিজি, ডিএমই কর্তৃক** প্রেরণ করা;

(গ) ডিএমই এর ০১/০৩/২০১৮ তারিখের ৫৭ সংখ্যক পত্র এর অনুচ্ছেদ নং ৭ এ (ক-চ পর্যন্ত) চাহিত অনুযায়ী তথ্যাদি প্রমাণকসহ **ডিজি, ডিএমই কর্তৃক** প্রেরন করা;

(ঘ) অধ্যক্ষ, জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা'র বিষয়ে উল্লিখিত স্বেচ্ছা পদত্যাগের বিষয়টি সত্য কি না এবিষয়ে তথ্য (প্রমানকসহ) **ডিজি, ডিএমই কর্তৃক** প্রেরণ করা;

(ঙ) অধ্যক্ষ, জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা কর্তৃক দাবীকৃত **ফেব্রুয়ারি/২০১৬ হতে ফ্রেব্রুয়ারি/২০১৮** পর্যন্ত (প্রযোজ্য) বকেয়া এমপিও প্রাপ্তির বিষয়ে **ডিজি, ডিএমই কর্তৃক** মতামত প্রদান করা;

(চ) পিটিশনার-কে (হিসাব নং-২১২২৫-তে) ফেব্রুয়ারি/১৬ মাসে অর্ধেক, মার্চ/১৬ মাসে পূর্ণ, এপ্রিল/১৬ মাসে পূর্ণ, মে/১৬ মাসে পূর্বের বকেয়াসহ অর্ধেক, জুন/১৬ মাসে অর্ধেক এবং নভেম্বর/১৬ মাসে পূর্ণ বেতন প্রদান করা হয়েছে মর্মে সংশ্লিষ্ট অগ্রণী ব্যাংক শাখা কর্তৃক প্রদত্ত স্টেটমেন্ট হতে স্পষ্ট হয়। স্বেচ্ছায় পদত্যাগ বা সাময়িক বরখাস্ত হলে এরূপ অসামঞ্জস্য ভাবে এমপিও প্রদানের কারণ কি তা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডির সভাপতি'র নিকট হতে সংগ্রহ করে **ডিজি, ডিএমই কর্তৃক** তথ্য প্রেরণ করা;

(ছ) একই ব্যক্তির (জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা) বিষয়ে ইআবি কর্তৃক ২৯/৫/১৮ তারিখে ৫৫৯৬ নং স্মারকের বক্তব্য (**স্বেচ্ছায় পদত্যাগ**) এবং ০১/১১/২০১৭ তারিখের ৪০৭৫ নং স্মারকের বক্তব্য (**সাময়িক বরখাস্তকৃত**) ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার বিষয়টি **রেজিস্ট্রার, ইআবি কর্তৃক** স্পষ্ট করা;

(জ) অধ্যক্ষ, জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা সাময়িক বরখাস্তকৃত হলে চুড়ান্ত বরখাস্ত করার পূর্বে ইআবি কর্তৃক অনুমোদন নেয়া হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে **রেজিস্ট্রার, ইআবি কর্তৃক অবহিত করা;**

১৬। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত মতে চাহিত তথ্যাদি উপানুচ্ছেদ নং **ক-চ এর বিষয়ে ডিজি, ডিএমই**-কর্তৃক এবং উপানুচ্ছেদ নং- **ছ এবং জ এর বিষয়ে রেজিস্ট্রার, ইআবি** কর্তৃক তথ্যাদি (প্রমাণকসহ) সুস্পষ্ট মতামত আগামি ৩০/১১/২০২০ তারিখের মধ্যে নিশ্চিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়-কে অনুরোধ করা হলো।

১২/১১/২০২০

(মো: আ: খালেক মিঞা)
সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন)
ফোন-৪১০৫০১৫৭।

বিতরণ:

১। মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, গার্লস গাইড হাউজ (৭ম ও ১০ম তলা), নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।
২। রেজিস্ট্রার, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ১২৪/২২, ব্লক-এ, রোড নং-৩, পশ্চিম ধানমন্ডি, বছিলা, ঢাকা।

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে):

১। সচিবের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (পত্রটি ওয়েভসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইন)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। অফিস কপি/মাষ্টার কপি।